The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 15, No. 29-30, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

সি. এস. পার্সের চিহ্নতত্ত্ব অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের চিহ্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

জেনিফার জাহান*

Abstract: Song and music are essential components of the arts. Music has the power to lift our spirits and convey meaning through a medium unlike and other. Music often uses symbolism to convey meaning, hence semiotic analysis is a technique to explore any information system, whether written or oral, and present the underlying meaning. The national anthem of Bangladesh, 'Amar Shonar Bangla Ami Tomay Bhalobashi,' has been semiotically analysed in this article to interpret its symbolic meanings. C.S. Peirce's theory is applied to the song's lyrics to show how the symbols represent elements of the world. The Bangladeshi national anthem is basically a piece of lyrical poetry, in which the lyricist has made an effort to convey some of his deepest insights and experiences through the careful selection of words and tunes. The natural beauty of Bangladesh is represented as symbols in this song. As a result, this paper is an attempt to express the symbolic representations in order to arrive at the intended meaning of the song.

চাবি-শব্দ : *বাংলাদেশ*, *জাতীয় সঙ্গীত*, *চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ*, *পার্সিয়ান তত্ত্ব*, *প্রতীক চিহ্ন*, *দেশাত্মবোধ*

১. ভূমিকা

সঙ্গীত হলো ধ্বনি ও শব্দের শৈল্পিক উপস্থাপনা। যুগ যুগ ধরে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মানুষ তার মনের ভাব অত্যন্ত মনোমুগ্ধকরভাবে প্রকাশ করে এসেছে; কারণ মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিগুলোকে মুখের ভাষার চেয়েও শক্তিশালী ও সুশ্রাব্য করে ফুটিয়ে তুলতে পারে একটি সুন্দর শব্দ ও সুরসম্পন্ন গান।

একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত কেবলমাত্র একটি গান নয়, এটি শ্রোতাকে দেয় জাতিসত্তার (national Identity) অনুভূতি। একইসাথে জাতীয় সঙ্গীত শোনার পর মনে জেগে ওঠে দেশপ্রেম এবং কোনো আনুষ্ঠানিক পরিবেশে বেজে ওঠা জাতীয় সঙ্গীত সে দেশের মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে, মনে করিয়ে দেয় দেশের প্রতি তার ভালোবাসা-আবেগের জায়গাটুকু (উইনস্টোন ও উইদারস্পুন, ২০১৫)। বাংলাদেশের

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা [দ্রঃ ৫.২] গানটিতে বাংলাদেশের রূপ-মাধুর্য প্রতীক-প্রতিমার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা গানটির ভাবার্থ (denotation) এবং নিহিত অর্থ বা ব্যঞ্জনার্থ (connotation)-গুলো তুলে ধরেছে। চিহ্নবিজ্ঞানী সি. এস. পার্সের চিহ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে উপস্থিত এই দু ধরনের অর্থের মধ্যবর্তী সম্পর্ক উপস্থাপন এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

২. প্রতীক চিহ্নের সমন্বিত সংশ্রয় হিসেবে সঙ্গীত (Music as a System of Symbols)

মানব সভ্যতার সাথে সঙ্গীতের সম্পর্ক যুগ যুগান্তরের। হাড় দিয়ে তৈরি সবচেয়ে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ছিল বাঁশি, যা পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা ও বিনোদনের জন্য তৈরি করা হলেও কিছু কিছু সংস্কৃতিতে চিহ্ন (sign) হিসেবেও পরিগণিত হতো, যেমন: একটি প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে হাড় এবং তা থেকে তৈরি বাঁশি প্রকৃতির সাথে সংযোগের প্রতীক হিসেবে গৃহিত হয়ে থাকে। এটি পরিবেশের সাথে সাদৃশ্য, যে প্রাণি থেকে সংগৃহিত তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা সম্পদ ব্যবহারের প্রতীক হতে পারে (কিলিন, ২০১৮)। আবার কোনো জাতির মানুষের কাছে এটি মৃত পূর্ব পুরুষের সাথে আত্মিক যোগাযোগেরও একটি প্রতীকি মাধ্যম (উয়ায়েন্ড, ২০০৬)। পরিবেশ পরিস্থিতিভেদে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গান তৈরি করে থাকে এবং উপভোগও করে। তবে গানের সাথে সম্পর্কিত আলঙ্কারিক শব্দগুলোর অভিষ্ট অর্থ জানতে পারলে গান শোনার প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। গান অর্থ প্রকাশের এমন একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম যা কিছু প্রতীক চিহ্নের সমন্বিত সংশ্রয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; মানুষেরও রয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সেই অসাধারণ ক্ষমতা যা ব্যবহার করে মানুষ এসব সংকেত তৈরিও করতে পারে আবার পারে সেগুলো অর্থায়িত করতেও।

গান আমাদের আবেগকে পরিচালিত করে এবং তুলে ধরতে পারে জীবনের জানা অজানা গল্প। চিহ্নবিজ্ঞানের ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশ পায় 'সঙ্গীত চিহ্ন বা 'musical signs' এর মাধ্যমে। এ প্রবন্ধে বিশ্লেষ্য হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' নির্বাচন করা হয়েছে যা চিহ্ন সংশ্রয় (sign system)-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এ গানটির সাথে জড়িত সঙ্গীত চিহ্নগুলোর এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. সি. এস. পার্স এর চিহ্নতত্ত্ব (Peircean Semiotics)

চালর্স স্যান্ডারস পার্স (সি.এস.পার্স) ছিলেন একজন আমেরিকান চিহ্নবিজ্ঞানী, গণিতবিদ এবং যুক্তিবিদ। তিনি সমাজে প্রচলিত ও ভাষায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর সাংগঠনিক বিশ্লেষণ করেছেন। চিহ্নতত্ত্বের ইতিহাসে পার্সের তত্ত্ব এর বিশালতা, পূণার্ঙ্গ বিবরণ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি প্রথম চিহ্ন বিশ্লেষণের

ক্ষেত্রে চিহ্নায়ন (signification) এবং ব্যাখ্যান(interpretant) এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। পার্স এর মতে, 'we think only in signs' অর্থাৎ, আমরা চিন্তা করি কেবল চিহ্নের মধ্য দিয়েই (পার্স, ১৯৩১: ৫৮)।

পার্সের চিহ্নতত্ত্ব মূলত চিহ্নায়ন (signification), রিপ্রেসেন্টামেন (representamen), নির্দেশক (referent) এবং অর্থ (meaning) এর সম্মিলিত উপস্থাপনা ; পার্স বিশ্বাস করতেন সব কিছুই চিহ্ন হিসেবে গৃহিত হতে পাওে যদি আমরা তা অর্থায়িত করতে পারি (অ্যাটকিন, ২০০৮)।

তাঁর চিহ্নের মৌলিক কাঠামোতে (basic structure) তিনটি ধারণা রয়েছে যেগুলোকে তিনি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন (পার্স, ১৯৪০: ৯৯-১০০), এ তিনটি হলো-

ক) চিহ্নের বাহক (sign vehicle)

খ) নির্দেশক বস্তু (object)

গ) ব্যাখ্যান (interpretant)

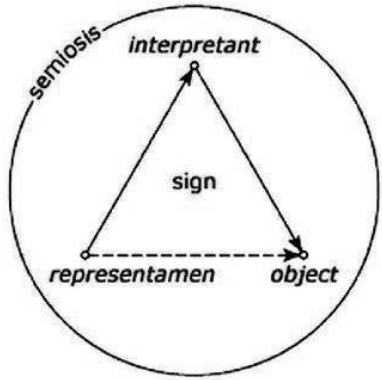

চিত্র ১: সি. এস. পার্সের ত্রিকোণ চিহ্ন মডেল (অ্যাটকিন, ২০০৮)

৪. সঙ্গীতে পার্সিয়ান চিহ্ন (Peircean Signs in Music)

সি. এস. পার্সের চিহ্নতত্ত্ব প্রতীকের চিহ্নের সংশ্রয় (symbolic system) বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কার্যকর যার মধ্যে 'সঙ্গীত'-ও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর চিহ্নতত্ত্বের মৌলিক সংগঠনে উল্লিখিত চিহ্নের বাহক (sign vehicle), বস্তু (object) এবং ব্যাখ্যান (interpretant) সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চিহ্নের বাহক হতে পারে অনেক কিছু; গানটি নিজেই, গানের কোনো সুর, ছন্দ, গানের গোত্র, মূর্ছনা, শ্রোতার পরিবেশ, মঞ্চ সজ্জা, গায়কের পরিধেয় বস্ত্র এমনকি, কোনো ভুলও (তুরিনো, ২০০৮)। কোনো সৃষ্টি

সঙ্গীত চিহ্ন বা musical sign হিসেবে তখনই গৃহিত হবে যখন তা নিজের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অর্থ প্রকাশ করবে। আমেরিকান নৃ-সঙ্গীততাত্ত্বিক (ethnomusicologist) থমাস তুরিনো 'The star-spangled banner' শীর্ষক গানটির প্রতীক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক গিটার, বিমান ও সাইরেনের শব্দগুলো একটি গানের ধারা তৈরি করতে পেরেছিলো এবং শ্রোতার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল (তুরিনো,২০০৮)।

অর্থায়নকারী (interpretant) হলো শ্রোতার মনে চিহ্নের বাহক (representamen) এবং বস্তু (object)-এর যৌথ ক্রিয়ায় যে বোধটি তৈরি হয় সেটি। এ গানটি চলচ্চিত্রে যারা দেখেছিলেন পরবর্তীকালে তাদের কাছে এটি শুনলেই মনে হতো পূর্ব দিগন্তে থেকে ভোরের সূর্য উঠছে (তুরিনো, ১৯৯৯)।

এছাড়াও সি.এস. পার্স চিহ্ন এবং বস্তুর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের রীতি (mode) নির্ধারণ করেন চিহ্ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। এই তিনটি হলো প্রতিমা (icon), নির্দেশক (index) এবং প্রতীক (symbol)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী এবং চিহ্নবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর চিহ্ন 'দ্যোতক' এবং 'দ্যোতিত' এ দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বলে তাঁর তত্ত্বে দেখিয়েছেন। বস্তু সম্পর্কে যে ধারণা (concept) তা দ্যোতিত এবং বস্তুকে নির্দেশকারীর নাম দ্যোতক হিসেবে বিবেচিত(সস্যুর, ১৯৬৬)।

প্রতিমা (icon) নির্দেশ করে সাদৃশ্য, যেমন: পোট্রেট তবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিমার উপস্থাপনা ভিন্ন। গার্থ ব্রুকের 'The Thunder Roll' গানটিতে একটি বজ্রপাতের ধ্বনির অনুরূপ শব্দ সংযোজন করা হয়েছে যা প্রতিমার উদাহরণ। নির্দেশক (index) বলতে পার্স বুঝিয়েছেন এমন একটি রীতি যা বস্তু ও চিহ্নের ভৌত বা অস্থায়ী সম্পর্ক নির্দেশ করে। পানি পৃষ্ঠে ঢেউ বা লহর বয়ে যাওয়া বাতাসের নির্দেশক। বিথোভেন-এর পঞ্চম সিমফোনিতে এমন একটি ধ্বনি 'সি মাইনর' এ ব্যবহার করা হয়েছে যা শুনলে কেউ দরজায় টোকা (knock) দিচ্ছে মনে হয় (মার্টিনেজ, ১৯৯৬)। প্রতীক (symbol) একটি রীতি যা বস্তু এবং চিহ্নের মধ্যে সামাজিক প্রথা (social convention) নির্দেশ করে, যেমন: ভাষা বা সংখ্যা। এ রীতিতে চিহ্ন এবং বস্তুর সম্পর্কে শিক্ষণ এবং সম্মতির (agreed upon and learned) ব্যাপার থাকে। থমাস তুরিনোর মতে সঙ্গীতের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিমা বা নির্দেশক চিহ্ন হলেও প্রতীক চিহ্নের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বে উল্লিখিত বিথোভেন এর সিমফোনি 5I তে 'dit-dit-dit-dah' ধ্বনিটি ইংরেজি বর্ণ ধ্বনিটি ইংরেজি বর্ণ 'V' নির্দেশ করে morse কোডে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সঙ্গীত গোত্রতে (music genre) এই V-চিহ্নটি বিজয়/Victory-র প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। একইভাবে, একজন সুরকার নিজেও প্রতীক হিসেবে পরিচিত হতে পারেন নিদিষ্ট কোনো গানের জন্য(তুরিনো, ২০০৮)। তবে চিহ্নবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল চ্যান্ডলারের মতে পার্স নির্দেশিত চিহ্ন

বিশ্লেষণের রীতি তিনটি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয়। একটি চিহ্ন এ তিনটি রীতির সংমিশ্রণ হতে পারে, যেমন: বিথোভেনের ৫ম সিমফোনি দরজায় টোকা দেয়ার নির্দেশক এবং একই সাথে বিজয় বা victory (V চিহ্ন)-এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (চ্যাণ্ডলার, ২০০৭)।

৫. গান/সঙ্গীত (song/music)

গান বা সঙ্গীত শব্দটি সব মানুষের কাছেই পরিচিত। যেকোন সময়, যেকোন স্থানে, যেকোন ব্যক্তি গান শুনেছেন এবং শুনে থাকেন। এটিকে মানুষের জীবনের একটি অংশ বলা যেতে পারে। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লারনার্স অভিধানে 'song' বা গানকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে যে- 'song is a piece of music with words that is sung- গান শব্দ সম্বলিত একখণ্ড সুর সংযোজনা যা পরিবেশিত হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর মতে গান হলো একখন্ড সঙ্গীত যা মানবকণ্ঠে পরিবেশিত হয় (উদ্ধৃত, রিসোটা ও অন্যান্য, ২০১৯)। এক কথায় বলা যায় যে গান হলো কাব্যিক পাঠ যেখানে সুর এবং কথা সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এক বা একাধিক মানুষ বাদ্যযন্ত্রসহ বা ছাড়াই তা পরিবেশন করতে পারে।

৫.১. জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem)

একটি জাতীয় সঙ্গীত মূলত একটি দেশাত্মবোধক (patriotic) গান হয় যার রচনার সাথে একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস এবং ঐতিহ্য জড়িত থাকে (বাংলাপিডিয়া,২০১১)। জাতীয় সঙ্গীতে সেই দেশের প্রশস্তি ফুটিয়ে তোলা হয় এবং এর অধিকাংশ স্তোত্রই শৈলীপূর্ণ। অক্সফোর্ড ইংলিশ অভিধানে জাতীয় সঙ্গীত (national anthem)-কে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে- 'a country's official song, played and/or sung on public occasions' অর্থাৎ একটি দেশের সরকারি সঙ্গীত যা কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। তবে জাতীয় সঙ্গীত মানে কেবল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো গান নয়, একটি দেশের মানুষের আবেগ, ভালোবাসা আর দেশপ্রেমের বহি: প্রকাশই হচ্ছে 'জাতীয় সঙ্গীত' (এবরিল, ২০০৬)।

৫.২. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem of Bangladesh)

পটভূমি: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৬ সালে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশ ও রাজনৈতিক কর্মীসহ বিপ্লবী বাঙালি জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ গানটি প্রচারিত হয় (বাংলাপিডিয়া,২০১১,পৃ.৮৮)। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে(১৯৭১) গানটির পুনরুজ্জীবন ঘটে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদানের পূর্বে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি পরিবেশিত হয়। মুজিব নগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এটিকে স্বীকৃতি দেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে এ গানটি পরিবেশিত হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের ৪.১ অনুচ্ছেদে 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (People's Republic of Bangladesh) এর জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গানটির প্রথম ১০ চরণ কণ্ঠসঙ্গীত এবং প্রথম ৪ চরণ যন্ত্রসঙ্গীত হিসেবে পরিবেশনের নিয়ম করা হয় (বাংলাপিডিয়া,২০১১)।

৫.৩. গানের কথা (Lyrics of the Song)

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি
মধুর হাসি।
কী শোভা, কী ছায়াগো, কী স্নেহ কী মায়াগো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার সোনার বাংলা গানটির স্তবকগুলো রচনা করেছেন। এর সুর একজন বাউল গায়ক গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে' নামক একটি দেশাত্মবোধক গান থেকে অনুপ্রাণিত বলে বলা হয়ে থাকে (বাংলাপিডিয়া, ২০১১)। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' চরণটি থেকেই বোঝা যায় এটি বাংলার প্রতি স্তুতিমূলক একটি গান; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই ভাগে সমগ্র 'বাংলা'-কে বিভাজিত করা হতো। বাংলাদেশের স্নিগ্ধ শ্যামল গ্রামীণ প্রকৃতির সাথে এই গানের স্তবকগুলো অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশকে বর্ণনা করার জন্য এবং বাঙালির মাতৃভূমির প্রতি আবেগ এর পরিস্ফুট ঘটানোর জন্য এটি একটি যথার্থ এবং অর্থজ্ঞাপক জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

যেকোন গানের কথা সে গানটি তৈরির উদ্দেশ্য, এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো এবং কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 'আমার সোনার বাংলা'- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কথাগুলো (lyrics) শুনলে এবং পড়লে বোঝা যায় যে সম্পূর্ণ গানটিতে রয়েছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্তুতি। গানের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রতীক চিহ্নগুলো মূলত গানের প্রতিটি চরণেই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-

'মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি'

এই যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের শেষ চরণটিতে বোঝানো হয়েছে দেশের দুর্দিন, দুঃসময় এলে বা দেশের প্রতি আক্রমণ এলে দেশের নাগরিকদের, দেশপ্রেমীদের হৃদয়ে কষ্ট অনুভূত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনার প্রেক্ষাপট অংশে বলা হয়েছে যে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তাঁরা দেশকে স্বাধীন করার শপথে বলীয়ান হয়েছেন (বাংলাপিডিয়া,২০১১)।

৬. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে চিহ্নের ব্যবহার (Use of Signs in the National Anthem of Bangladesh)

রোসিটা (২০১৯) এর মতে, প্রতীক চিহ্নগুলো সমষ্টিগত হয় এবং তারা সামাজিক জীবনের একাত্মতা ও সম্পূর্ণতার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলে; গান যেহেতু আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ করে তাই একক শব্দের মাধ্যমে এর অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি চরণে শব্দগুলো সমষ্টিগতভাবে কবির মনের কথা, তার দেশপ্রেম ফুটিয়ে তোলে। পার্সের তত্ত্বের মূলে রয়েছে যে তিনটি ধারণা, সেগুলোকে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলোতে ভেঙে দেখানো যায় (রোসিটা ও অন্যান্য, ২০১৯)-

	1	2	3
Representamen (R_1)	Qualisign	sin sign	Legisign
Object (O_2)	Icon	Index	Symbol
Interpretant (I_3)	Rheme	Dicent	Argument

ছক ২ : পার্সের চিহ্নের শ্রেণিভাগ (চ্যাণ্ডলার, ২০০৭)

১) চিহ্নের বাহক (Representamen): এক্ষেত্রে গানের শিরোনাম- 'আমার সোনার বাংলা' চিহ্নবাহক, যা কিছু প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এ

শব্দগুলো শুধু বাহ্যিক উপস্থাপনাই করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত অর্থ এর মাঝে লুকিয়ে আছে। এটি তিনটি গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে-

ক) কোয়ালি চিহ্ন (Quali sign): চিহ্ন যেগুলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি অনুযায়ী চিহ্নিত হয়। যেমন: চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি অর্থাৎ আকাশ এবং বাতাস দুটো অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। নীল আকাশের দিকে তাকালে মনটা ভালো হয়ে যায় এবং বয়ে যাওয়া বাতাসও শরীর কে প্রশান্ত করে (ওয়েইন, ২০০৬)। এই আকাশ এবং বাতাস চিরস্থায়ী এবং এদের থেকে সৃষ্ট যে অনুভূতি, তাও চিরস্থায়ী। একইভাবে পাকা ধান (যা সোনালী বরণ ধারণ করে) ভরা ক্ষেতও অগ্রহায়ণ মাসে গ্রাম বাংলার একটি সহজাত চিত্র। এই পাকা ধানের দোলা দেখলে মনে হয় পরিশ্রান্ত কৃষকের মুখের আনন্দের হাসির কথা। অথবা ফাগুনের আমের বনের পাকা আমও বাংলাদেশের প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য কিন্তু অপরূপ অংশ। এ সবই কোয়ালি সাইন বা গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর চিহ্নের নির্দেশক।

খ) সিন চিহ্ন (Sin sign): চিহ্ন যা বাস্তবতা নির্ভর বা সবসময় সত্য তাই পার্স সিন চিহ্ন হিসেবে নির্দেশ করেছেন। যেমন: কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে এই বাক্যটি দিয়ে কবি বুঝিয়েছেন প্রদের প্রশস্ততা, মা যেমন সন্তানকে তাঁর শাড়ির আঁচল বিছিয়ে বিশ্রাম করতে দেন তেমনি বড় বটগাছের শেকড় গুলোও বহুদূর বিছিয়ে থাকে এবং ক্লান্ত পথিক তাতে বসে বটগাছের পাতার ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারে; অথবা নদীর বিস্তার, প্রশস্ত কূলের ধারে বসে বয়ে যাওয়া বাতাসে শরীর জুড়িয়ে নেন ক্লান্ত পথিকেরা। সিন সাইন প্রকাশ করে যা সত্য, যা বাস্তব, যা অবিসম্ভাবী। বাংলাদেশের ঋতু প্রকৃতির যে বর্ণনা কবি বেছে নিয়েছেন এ গানে তা একই সাথে কোয়ালি সাইন এবং সিন সাইনের প্রকৃত উদাহরণ। একটি দেশাত্মবোধক গান যা দেশটির জাতীয় সঙ্গীত হিসেবেও নির্বাচিত। তাতে অবশ্যই দেশের গুনগান এবং দেশের মনোমুগ্ধকর, আকষর্নীয় কিন্তু বাস্তব ও স্বীকৃত বিষয়গুলোই উপস্থাপিত হবে।

গ) লেজি চিহ্ন (Legi sign): কোনো কিছুর সাথে জড়িয়ে থাকা আরোপিত রীতি-নীতি, বাধ্যবাধকতা, আইন বা জীবনাচার হলো পার্স নির্দেশিত লেজি চিহ্ন (হার্টশোর্ন ও অন্যান্য, ১৯৮২) । বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জড়িয়ে থাকা আরোপিত বাধ্যবাধকতা বা বাস্তবতা হলো মূলত দেশপ্রেম। অন্যদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও সে দেশের গুণকীর্তনই করে থাকে, কিন্তু নিজ দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সাথে আবেগ, ভালোবাসা, আত্মার বন্ধন থাকে (এবরিল, ২০০৬)। যেমন:

‘মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি’-

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে দেখা গেছে ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশ ও রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী বাঙালি জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ গানটি রচিত হয়। যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহুল ব্যবহৃত হয়। গানটির

উপরে উল্লিখিত চরণটি এর লেজি সাইন হিসেবে গ্রহণযোগ্য এটা প্রথাগতভাবে কোন রীতি বা অনুশাসন তুলে না ধরলেও এই চরণটির সাথে রয়েছে একধরনের মেনে নেয়ার ব্যাপার; যা দেশের দু:সময়ে দেশের পাশে দাঁড়ানোর আকুতি, দেশ স্বাধীন করতে বিনা বাক্য ব্যয় করে ঝাঁপিয়ে পড়ার দাবী। এ অনুশাসন প্রতীকী, হৃদয়ের আবেগ দিয়ে অনুধাবন করতে হয় যাকে।

২) বস্তু (Object): চিহ্ন হিসেবে বস্তু প্রতিমা (icon), নির্দেশক (index) এবং প্রতীক (symbol) এই তিনভাগে বিভক্ত।

ক) প্রতিমা (Icon) কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও উপস্থাপিত চিহ্নের মধ্যে সাদৃশ্য (similarity) থাকলে তা প্রতিমা চিহ্ন হিসেবে গৃহিত হয় (পার্স, ১৯৬০); যেমন: পাকা সোনালী রঙের ধান দিয়ে পূর্ণ ক্ষেত কে সোনার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মায়ের মুখের হাসিকে সুধা বা মধুর মতো মিষ্টি বলা হয়েছে।

খ) নির্দেশক (index): রিপ্রেজেন্টামেন এবং ইন্টারপ্রিটেন্ট এর মধ্যে সম্পর্ক যদি কার্যকারণগত হয়, তাহলে পার্স তা নির্দেশক চিহ্ন

বা indexical sign হিসেবে অভিহিত করেছেন (পার্স, ১৯৬০)। আমার সোনার বাংলা গানটিতে ব্যবহৃত চরণগুলোই নির্দেশক চিহ্নের ধারক; কেননা, এখানে প্রতিটি চিহ্নের সাথে বাস্তবতার গুণগত সম্পর্ক বিদ্যমান; অর্থাৎ যা বাস্তবে আছে তাই নির্দেশিত হয়েছে চিহ্নরূপে। 'প্রাণে বাঁশী বাজানোর' মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে সুনীল আকাশ, নির্মল বাতাস অনুধাবন করে মানব মনে সৃষ্ট আনন্দের অনুভূতিকে। পাকা আমের সুঘ্রাণে যেমন আবেশিত লাগে তা পাগল হওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'মা' এর মুখের কথা পৃথিবীর সবচেয়ে সুমিষ্ট ধ্বনি যা এ গানে মধু হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি দিয়ে দেশের কষ্টে বা দুঃসময়ে মন ব্যথিত হওয়াকে বুঝিয়েছেন।

এছাড়াও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে চিহ্নটি পুরো গানে কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে তা একইসাথে প্রতিমা, নির্দেশক এবং প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গৃহিত, তা হলো- 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'- সোনার বাংলা দিয়ে বাংলাদেশকে অমূল্য সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) প্রতীক (symbol): সি. এস. পার্সের মতে, প্রতীক চিহ্ন প্রথাবদ্ধ এবং তা সচেতনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে চিহ্ন ও অর্থের সম্পর্ক হয় স্বেচ্ছাচারী (arbitrary), যেমন: সংখ্যা, বর্ণ অথবা সাধারণ কোনো চিহ্ন। তবে। সঙ্গীত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতীক চিহ্ন এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে কেনেডি (১৯৭৯) এর মতে সাহিত্যে প্রতীক চিহ্ন নিজের অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করে। আমার সোনার বাংলা গানটিতে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্নগুলো নিম্নরূপ-

চরণ ১: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি

এখানে সোনার বাংলা বলতে ধাতব সোনা দিয়ে তৈরি কিছুর কথা বলা হয়নি। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান, অগ্রহায়ণ মাসে যখন ধানগুলো পেকে যায় তখন পুরো ফসলের মাঠ হলদেটে সোনালী আভা ধারণ করে। মাঠের পর মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সোনালী রঙের জন্য বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। 'সোনা' ধাতু হিসেবে যেমন মূল্যবান, তেমনি আমার সোনার বাংলা ও আমাদের জন্য মূল্যবান, অতুলনীয়।

চরণ ২: চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী

বাংলার নীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস দেশপ্রেমী বাঙালীর মনে যে আনন্দের অনুভূতি তৈরি করে, তার কথা বলা হয়েছে এ চরণে। সাধারণভাবে বাঁশী বাজানো বলতে কোনো আনন্দময় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বোঝায় অর্থাৎ মানুষের মন শান্ত, আনন্দপূর্ণ থাকলে বাঁশী বাজানো হয়। একইভাবে বাংলার সুবিস্তৃত নীল আকাশ দেখলে অথবা শীতল বাতাস অনুভব করলে মনে যে আনন্দানুভূতি তৈরি হয় তার সাথে বাঁশী বাজানোর তুলনা করা হয়েছে।

চরণ ৩ : ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে

পাগল করা বা হওয়া এমন একটা মানসিক অবস্থা যখন মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ (control) রাখতে পারে না বা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফাগুন মাসে যখন আমের বাগানে নতুন মুকুল ফোটে, তখন তার মিষ্টি গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করে। এমন অজস্র মুকুলের গন্ধে মনে হয় নিজেকে আর ধরে রাখা যাবেনা বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। সব অনুভূতি মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে যায়!

চরণ ৪: 'মরি হায়, হায়রে ওমা'

'মরি হায়, হায়রে ওমা' দিয়ে পূর্বোক্ত চরণটি পুনরায় গাওয়া হয়। এখানেও প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। 'মরি' অর্থ মারা যাওয়া, কিন্তু এখানে 'মরি' শব্দটি দিয়ে অতিরিক্ত আবেগ প্রকাশের (emotional out burst) কথা বলা হয়েছে। কোনো কিছু দেখে খুব ভালো লাগলে বা সুন্দর লাগলে মরে যেতে ইচ্ছে করছে অথবা 'মরি মরি'! - এরকম অভিব্যক্তির প্রকাশ বাংলা ভাষায় করা হয়। এটাকে অনুভূতির অতিশোয়োক্তিও বলা যেতে পারে।

চরণ ৫ : অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি!

বাংলা বর্ষপঞ্জিতে অষ্টম মাসের নাম অগ্রহায়ণ, যাকে চলিত উচ্চারণে 'অঘ্রাণ' ও বলা হয়। এ মাসে কৃষকের পরিশ্রম সফল হতে দেখা যায় ফসলের মাঠ ভরে ওঠে পাকা ধান ঘরে তোলার মধ্য দিয়ে। বাড়ি বাড়ি তখন পিঠা পায়েস রাঁধা হয় নতুন চাল দিয়ে, একে 'নবান্ন' (harvesting festival) বলা হয়। এখানে নিজ হাতে বপন করা ধান

কাটার সময় কৃষকের মুখে যে তৃপ্তির হাসি ফুঠে ওঠে তাকে মধু (honey/sweet)-র সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে মধুর হাসি।

চরণ ৬ ও ৭: কী শোভা কী ছায়াগো কী স্নেহ কী মায়াগো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে

এ দু'টি চরণ একটি ধারাবাহিকতায় অর্থ প্রকাশ করেছে। বট গাছ যখন পুরোনো হয় তখন এর বড় বড় শেকড় বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে, গাছের পাতাও হয় ঘন আর সুবিস্তৃত। ক্লান্ত পথিকেরা অনায়াসে প্রখর রোধে এর ছায়াতলে বড় শেকড়ে বসে শরীর শীতল করতে পারে। মা যেমন তাঁর ক্লান্ত সন্তানকে বুকে টেনে নেয়, তাঁর আঁচলের ছায়ায় আগলে গভীর মমতায় জড়িয়ে রাখে, এমন অনুভূতির কথাই তুলে ধরা হয়েছে এ চরণ দুটিতে। আবার নদীর কূলে বসে শীতল হাওয়াতেও জড়িয়ে যায় ক্লান্ত পথিকের দেহ।

এমনকি, জেলে যখন মাছ ধরার জন্য তার জালটি ছড়িয়ে নদীর পানিতে বিছিয়ে দেয়, তখন যেন মনে হয় কেউ মায়ের মমতার আঁচল খানি বিছিয়ে দিল। নিজ মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করলেই কেবলমাত্র প্রকৃতির সামান্য দৃশ্যের মাঝে এত অসামান্যতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

চরণ ৮: মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো

সুধা শব্দটির অর্থ 'মধু' (honey) আর 'মা তোর মুখের বাণী' বলতে বোঝানো হয়েছে 'বাংলা' ভাষার কথা; বাংলা ভাষাকে কবি তুলনা করেছেন সুধা বা মধুর সাথে। কবি এখানে বুঝিয়েছেন যে বাংলার রূপ বৈচিত্র্য, প্রকৃতি যেমন আমাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার করে, তেমনি বাংলা ভাষাও সব বাঙালির কাছে ভীষণ প্রিয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে বাঙালি যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা থেকেই বোঝা যায় 'বাংলা ভাষা' বাঙালির কত প্রিয়, কতটা আবেগ জড়িয়ে আছে এর সাথে!

শেষ চরণ : 'মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি'

নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা এখানে আবারও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ চরণটির অর্থ বুঝতে হলে পূর্বে উল্লিখিত জাতীয় সঙ্গীত রচনার প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হয়। বাংলাদেশের দু:সময়ে তাঁর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা মুক্তিকামী দেশপ্রেমী মানুষদের আবেগ অনুভূতি ফুটে উঠেছে এখানে। কোনো অশুভ পরিস্থিতিতে বা কষ্টের সময় যেমন মানুষের মুখ মলিন হয়ে যায়, তেমনি বলা হয়েছে বাংলার দুঃসময়ে এর মায়াময়, স্নিগ্ধ রূপটি মলিন রূপ ধারণ করেছে। এমন রূপে নিজ মাতৃভূমিকে দেখে কেঁদে উঠেছে দেশপ্রেমী মানুষেরা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ গানটি বহুল ব্যবহৃত হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনে উদ্দীপনা আর সাহস যুগিয়েছে হৃদয়স্পর্শী এ সঙ্গীতটি। দেশের দুঃসময়ে নিঃস্বার্থভাবে ঝাপিয়ে পরেছিলেন তাঁরা।

৩) অর্থায়নকারী (Interpretant): চিহ্নের বাহক এবং বস্তুর মধ্যবর্তী সম্পর্কে সৃষ্ট বোধ যা গুণগত বৈশিষ্ট্য, সত্তা (existence)

এবং বিধি বা রীতি নীতি দিয়ে পরিচালিত হয়ে চিহ্নের অর্থ বা বোধ শ্রোতা বা পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়। রিম (Rheme), ডিসেন্ট (Dicent) এবং যুক্তি (Argument) এই তিনভাবে নির্দেশ করা যায় অর্থায়নকারীকে।

ক) রিম (Rheme): এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের ভিত্তিতে বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে বা বস্তুটিকে চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন: আকাশ, বাতাস, আমের বন, বটের মূল এখানে রিম চিহ্ন কারণ, সুনীল আকাশের বিশালতা, হৃদয় জুড়ানো নির্মল বাতাস, আমের বনের সুঘ্রাণ অথবা বটের মূলের প্রশস্ততা বা দৃঢ়তাই এসব প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে বিশেষায়িত করেছে চিহ্ন হিসেবে।

খ) ডিসেন্ট (Dicent): চিহ্ন অর্থায়নকারীদের জন্য ডিসেন্ট বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব তুলে ধরে। এটি রিম চিহ্নের সাথে সরাসরি জড়িত এবং এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই চিহ্ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সিন চিহ্নের মতোই এটি বস্তুর ব্যাখ্যাযোগ্য এবং বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন: বাংলার আকাশ বা বাতাস কীভাবে প্রাণে বাঁশি বাজায় অথবা বটের মূল কীভাবে আঁচল এর মতো বিছিয়ে থেকে প্রশান্তি দেয় ইত্যাদি।

গ) যুক্তি (Argument): অর্থায়নকারীদের জন্য এটি চিহ্নের সাথে জড়িত রীতি-নীতি তুলে ধরে। একটি চিহ্ন সমাজে কীভাবে অর্থায়িত হয় তার ব্যাখ্যা তুলে ধরে যুক্তি চিহ্ন। 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কেন যথার্থ, এর মধ্যে উপস্থাপিত চিহ্নগুলোর সাথে জড়িত মূল্যবোধ, আদর্শ, যথার্থতা যুক্তি চিহ্নের মাধ্যমে অনুধাবন করা সহজ হয়।

	প্রথমতা	দ্বিতীয়তা	তৃতীয়তা
'আমার সোনার বাংলা' (R1)	বাংলার আকাশ-বাতাস, যা অনুভব করা যায়।	মায়ের আঁচলের ন্যায় সৃষ্ট আশ্রয়, অথবা কল্পিত মধুর বাশিঁর ধ্বনি	জাতীয় সঙ্গীত থেকে তৈরি হওয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম
বাংলার প্রাকৃতিক উপাদান যা এই গানে উপস্থিত (O2)	সোনার বাংলা, মায়ের মুখের মিষ্ট হাসি	নির্ভয় আশ্রয়, সুধা বা মধুর মিষ্টতা	ছায়া, স্নেহ মায়া, সোনার মতো ধান ক্ষেত, প্রাণে বাশিঁর সুর
চিহ্নের বাহক এবং বস্তুর মধ্যবর্তী সম্পর্কে সৃষ্ট বোধ (I3)	আকাশ, বাতাস, আমের বন, ধানক্ষেত	বটের মূল আঁচলের মতো, মায়ের হাসি মধুর	দেশাত্মবোধ, ভালোবাসা, জাতীয়তা

ছক ৩: ছক ২ এর পার্সিয়ান চিহ্নতত্ত্ব অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে প্রাপ্ত চিহ্ন

৭. পার্সিয়ান চিহ্নতত্ত্ব অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বিশ্লেষণ

চিহ্নবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রবন্ধে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বা ফলাফলগুলো লক্ষ করা যায়— প্রথমত, প্রাপ্ত প্রতীকগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

- রঙের প্রতীক (Symbol of Colour) সোনার বাংলা, অঘ্রাণের ভরাক্ষেত এ প্রতীকগুলোর মাঝে রঙের নির্দেশনা পাওয়া যায়।

- বস্তুর প্রতীক (Symbol of Thing) আকাশ, বাতাস, বাঁশি, আমের বন, ভরা ক্ষেত, আঁচল, বটেরমূল, নদীরকূল এসবই বস্তুর প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত।

- পরিবেশের প্রতীক (Symbol of Situation) প্রতীকী অর্থে আকাশ (নীল আকাশ), বাতাস (শীতল), ফাগুনের আম বাগন, অঘ্রাণের ভরা ক্ষেত, এগুলো প্রতীকরূপে বাংলার রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে।

- কল্পিত প্রতীক (Symbol of Imagination) এই জাতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রতিটি চরণে ব্যবহৃত শব্দগুলো কবির কল্পনারই প্রতীক। দেশ অর্থে মা, প্রাণে বাঁশি বাজানো, ভরা ক্ষেতে মধুর হাসি, বিছানো আঁচল, মুখের বাণী সুধার মতো, নয়ন জলে ভাষা, বদনখানি মলিন এই কাব্যিক বহিঃপ্রকাশের পুরোটাই কবির কল্পনা। লক্ষ এমন বৈচিত্র্যময় প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে আমার সোনার বাংলা গানটিতে ফুটে উঠেছে আবেগ অনুভূতি, জীবনাদর্শ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি নির্বাচিত শব্দের সাথে জড়িত আছে শ্রোতা বা পাঠকের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বার্তা; এবং এসব বার্তা এমনভাবে নিহিত আছে যা কেবল গানটি শোনার মাধ্যমে বা এর কথাগুলো পড়লেই অনুধাবন করা যায়।

দ্বিতীয়ত, প্রতীক চিহ্ন ছাড়াও প্রতিমা (icon) এবং নির্দেশক (index) চিহ্নের উপস্থিতিও 'আমার সোনার বাংলা'- গানটির চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। যেমন: সোনার সাথে তুলনা করা হয়েছে সোনালী রঙের ধানক্ষেতকে, মিষ্টি-মধুর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মায়ের মুখের হাসিকে, অথবা আমবাগানের অতি সুমিষ্ট আমের ঘ্রাণ আমাদের ইন্দ্রিয়কে যেভাবে উদ্দীপিত করে তার সাথে পাগল হওয়া বা দিশেহারা হওয়াকে তুলনা করা হয়েছে। বটবৃক্ষের প্রশস্ত শেকড় পরিশ্রান্ত পথিক অথবা দেশের জন্য নিজেকে বিলীন করে দেয়া ক্লান্ত মানুষটিকে দিতে পারে দুদণ্ড আশ্রয়, এর বিশালতা মনে প্রশান্তি দেবার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে পারে। নীল আকাশের বিশালতা, বয়ে যাওয়া কোমল বাতাস নতুনভাবে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখাতে পারে।

কবি নির্বাচিত একেকটি শব্দ তার নিজস্ব মহিমায় চিহ্নরূপে অর্থায়িত হয়ে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে এবং তার সাথে পরম মমতায় জড়িয়ে

থাকা নিজ মাতৃভূমিকে। তাই একটি জাতীয় সঙ্গীতের ব্যবহৃত ভাষায় ভাষিক চিহ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশের ঐতিহ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং দেশের ভাবমূর্তিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকত হয়।

আমার সোনার বাংলা গানের কথাগুলো সম্মিলিতভাবে মানুষের জীবনানুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ সৃষ্টিজগতের সেই অনন্য সৃষ্টি যে ভাষার মাধ্যমে তার মনের ভাব, আবেগ অনুভূতি অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে। আমার সোনার বাংলা গানটিতে এমন কিছু চিহ্নের সমাহার রয়েছে যা আশা, আকাঙ্খা, ভালোবাসা, সারল্য, বিশ্বস্ততা, ইতিবাচকতা, মানসিক শক্তি প্রকাশক। এ গানে ব্যবহৃত চিহ্নগুলো বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এমন আবেগপূর্ণ ভাষার ব্যবহার নিঃসন্দেহে শ্রোতাকে দেশপ্রেম, দেশের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান দেয় এবং আত্মত্যাগের শপথে বলীয়ান হওয়ার দীক্ষায় করবে উদ্বুদ্ধ। কবি জানেন জীবন সহজ নয় এবং বেঁচে থাকাটা জটিল, তাই গানটি রচনার সময়কালে পারিপার্শ্বিক আস্থা বিবেচনায় রেখে আবেগ ভালোবাসার পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে উদ্দীপক একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও কবির চোখে শ্রোতা, পাঠক অনুধাবন করেছেন নিজ মাতৃভূমিকে, আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে শিখেছেন মাতৃভূমিকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পার্সিয়ান তত্ত্ব অনুসরণ করে বিশ্লেষিত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত প্রতীক চিহ্নগুলো একটি ছক আকারে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়-

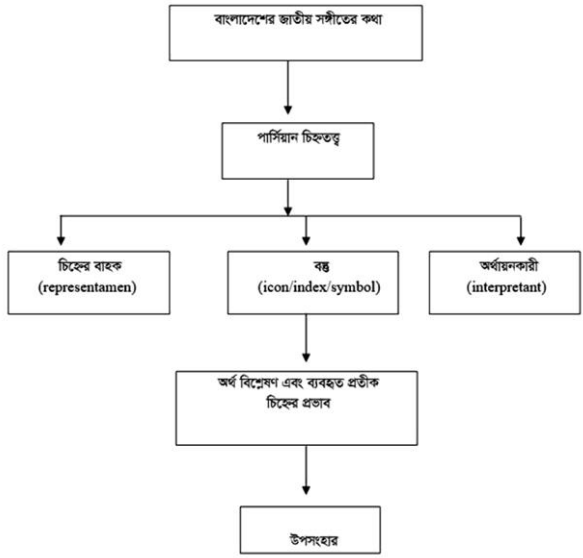

ছক-২ : পার্সের চিহ্নতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কাঠামোগত উপস্থাপন

৮. উপসংহার

সঙ্গীত একটি চিহ্নের সংশ্রয় এবং পার্সিয়ান চিহ্নতাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে একে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যদিও ভাষার সাথে সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে, তবুও এর রয়েছে নিজস্বতা যার ভাষাবিজ্ঞানে কোনো সমকক্ষ (counter part) নেই (রোসিটা ও অন্যান্য, ২০১৯)। তাই সঙ্গীত বিশ্লেষণের জন্য নিজস্ব তাত্ত্বিক কাঠামো রয়েছে। এছাড়াও সঙ্গীত জ্ঞানমূলক শিল্পকর্ম (cognitive artifact) হিসেবেও কাজ করে যা সময়ের সাথে সাথে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পরে (লাস্ক, ১৯৮৮)।

চালর্স স্যান্ডারস পার্সের চিহ্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রতিমা, নির্দেশক ও প্রতীক চিহ্নগুলো হতে হবে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য। এ তিনের সমন্বয়ে গানের শিরোনাম ও কথাগুলো দিয়ে যে প্রতীক চিহ্নের সংশ্রয় (symbolic system) গড়ে ওঠে তা যেন শ্রোতা এবং পাঠকের কাছে সহজ বোধ্যতাও অনুধাবন যোগ্যতা পায়। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'-র মধ্যে রয়েছে আলঙ্কারিক ভাষা (figurative language), যার মধ্যে রয়েছে চিহ্নতাত্ত্বিক উপকরণ। এদের ব্যবহারের ফলেই শ্রোতার মনে নিহিত অর্থ বোঝার আগ্রহ তৈরি হয়। তাই চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি গানের প্রতীকী অর্থ তুলে ধরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় কাজ। সাধারণভাবে গানের চিহ্ন সংশ্রয় অনুধাবন কিছুটা জটিল হলেও একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ প্রক্রিয়াকে করতে পারে অনেক সাবলীল ও প্রাণবন্ত।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ছিল চিহ্নবিজ্ঞানী সি.এস.পার্সের চিহ্নতত্ত্ব প্রয়োগ করে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'এর অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি চরণে ব্যবহৃত চিহ্নগুলো অর্থায়িত করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ গানটির প্রকৃত অর্থ ও এর সাথে জড়িত আবেগ অনুভূতিগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা ছিল এ গবেষণায়। সর্বোপরি, কবির ভাষায় দেশ মাতৃকার যে অপরূপ রূপমাধুর্য এ গানটিতে ফুটে উঠেছে এবং তার যে লক্ষ্য তা যেন পূর্ণাঙ্গরূপে গান উপভোগকারী যেকোন মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানো যায় তা-ই ছিল এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

তথ্য-নির্দেশ

জাতীয় সঙ্গীত। (২০১১)। সিরাজুল ইসলাম, সাজাহান মিয়া (সম্পাদক)। *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড (৫), পৃ.৮৮। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

Abril, C. (2006). Music that represents culture: Selecting music with integrity. *Music Educators Journal*, 93(1), p.38-45.

Atkin, A. (2008).Peirce's Final Account of Signs and the Philosophy of Language. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*. 44:1, 63–85.

Buchler, J. (1955). Philosophical writings of Peirce. New York: Dover Publication.

Chandler, D. (2007). *Semiotics: The Basics*. 2nd ed. London and New York: Routledge.

Fisch, M.H., More, E.C. & Kloesel., C.J.W.(eds.). *Writings of Charles Peirce: A Chronological Edition*. Bloomington: Indiana University Press.

Hartshorne, C., Weiss, P.,& Burks, A.W.(Eds.). (1982). *Charles Sanders Peirce: The Collected Papers*, Vol.(1-8). Cambridge: Harvard University Press.

Kennedy, X.J. (1979). Literature: An introduction to fiction, poetry and drama. 2nd ed. Boston: Little Brown and Company.

Killin, A. (2018). The origins of music: Evidence, theory, and prospects. *Music & Science*, *1*, doi: 2059204317751971.

Laske, O. E. (1988). Introduction to Cognitive Musicology. *Computer Music Journal*, *12*(1), 43–57. https://doi.org/10.2307/3679836

Martinez, J. L. (1996). Icons in music: A Peircean rationale. *Semiotica* ,110 (1/2), p. 57-86.

Rosita, H. E., Purwanto, B., & Rosyidi, M. I. (2019). An Analysis of the symbol in Westlife's song lyrics. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 8(1), 60-64.

Saussure, F. de. (1966). *Course in General Linguistics*; Translated by Wade Baskin. New York: McGraw Hill Paperback.

Turino, T. (2008). *Music* as social Life: The politics of participation . Chicago: University of Chicago press.

Turino, T. (1999). Signs of Imagination, Identity, and Experience: A Peircian Semiotic Theory for Music. *Ethnomusicology*, vol. 43, (2), p. 221–55.

Wayne,R.(2006).Blue-skyresearch. *Nature*.P,440, 607–608 https://doi.org/10.1038/440607a

Wiand, L. L. (2006). The effects of sacred/shamanic flute music on trauma and states of consciousness. *Subtle Energies & Energy Medicine Journal Archives*, *17*(3).

Winstone, N., & Witherspoon, K. (2015). 'It's all about our great Queen': The British National Anthem and national identity in 8–10-year-old children.*Psychology of Music.* Vol.44(2), P.263-277. doi.org/10.1177/0305735614565831